গাংনীতে সমবায় সমিতির সদস্যদের দিনব্যাপী ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় সম্ভাবনাময় সমবায় সমিতির সদস্যদের অংশগ্রহনে দিনব্যাপী ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার (১১ সেপ্টেম্বর) গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসের আয়োজনে বিআরডিবি হলরুমে সমবায়ীদের অংশগ্রহণে দিনব্যাপী এই ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসার মাহবুবুল হক মন্টুর সভাপতিত্বে ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণে অতিথি বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) নাদির হোসেন শামীম, গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ইমরান হোসেন ও মেহেরপুর জেলা সমবায় অফিসের উপ-সহকারী নিবন্ধক এনামুল হক।

এসময় অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন চাঁদপুর সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতির সভাপতি আবুল কাশেম মাস্টার, মেহেরপুর জেলা সমবায় অফিসের প্রশিক্ষক নূরুজ্জামান ও সহকারী পরিদর্শক রুহুল কুদ্দুস, হাফিজুর রহমান।

প্রশিক্ষণে ৬ টি সমবায় সমিতির মোট পঁচিশ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

মেহেরপুর মটরশ্রমিক ইউনিয়নের চার সদস্য আজীবন বহিস্কার

মেহেরপুর জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সংগঠন বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ায় ইউনিয়নের ৪ শ্রমিককে আজীবন বহিস্কার করা হয়েছে। অত্র ইউনিয়নের সংবিধানের ৫ (খ) ধারায় তাদের বহিস্কার করা

হয়।

মেহেরপুর জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মো: মতিয়ার রহমান স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

বহিস্কৃতরা হলেন, শামীম রেজা (সদস্য নং ১৪৬৭), মো: এখলাছুর রহমান (সদস্য নং ১২৪৪), মো: আব্দুস সালাম (সদস্য নং ৩০০১) ও মো: জাহিদ হোসেন (সদস্য নং ৮৩৭)।

বহিস্কার পত্রে লেখা হয়েছে, অত্র ইউনিয়নের ৫ (খ) ধারা লঙ্ঘন করে সংগঠণ বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ায় গত ৫/৯/২০২৩ ইং তারিখে মেহেরপুর জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী পরিষদের মাসিক সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সদস্য পদ বাতিল করে সংগঠণ থেকে আজীবন বহিস্কার করা হলো।

আরও বলা হয়েছে, সংগঠনের সদস্য পদে থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্ত অমান্য করে সংগঠণ বিরোধী কার্যকলাপ করে বেড়াচ্ছেন। এছাড়া অবৈধ কাজে লিপ্ত রয়েছেন। বিভিন্ন অপরাধমুলক কাযক্রম যেমন নেশায় আসক্ত চুরি এবং বিভিন্ন অবৈধ কাযক্রম করে বেড়াচ্ছেন। যা সংবিধান বহিভূর্ত। বহিস্কারের অনুলিপি প্রশাসন, প্রেসক্লাবসব বিভিন্ন দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরের আমঝুপিতে যুব মহিলা লীগের উঠান বৈঠক

শেখ হাসিনার উন্নয়নের ধারা পৌঁছে দিতে মেহেরপুর জেলা যুব মহিলা লীগের উদ্যোগে আমঝুপি ইউনিয়ন যুব মহিলা লীগ উঠান বৈঠকের আয়োজন করে।

আজ রবিবার বিকেলে আমঝুপি ইউনিয়নের খোকসা গ্রামে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগ মেহেরপুর শাখার সাধারণ সম্পাদিকা রুথ শোভা মন্ডলের সঞ্চালনায় আমঝুপি ইউনিয়ন যুব মহিলা লীগের সভাপতি

শাহিদা খাতুনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সহ-সভাপতি সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম।

উঠান বৈঠকে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা আমঝুপি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ার রহমান,মেহেরপুর সদর উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান লতিফুন নেছা লতা, মেহেরপুর শহর সমাজসেবা সমন্বয় পরিষদের সভাপতি আমিনুল ইসলাম খোকন, মেহেরপুর জেলা ইয়াং বাংলা ফিউচার লিডার্সের সহ-সভাপতি ও মেহেরপুর সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দিন আহমেদ সহ বিভিন্ন নেতা ও নেত্রী এবং কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের যুগিন্দায় শিক্ষার মান উন্নয়নে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন, সবার জন্য মান সম্মত শিক্ষা ও ঝরে পড়া রোধ ও অনিয়মিত বিদ্যালয়ে আসা ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের নিয়ে আজ রবিবার সকাল ১০ টার দিকে বারাদী ইউনিয়নের যুগিন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে এক উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

গণসাক্ষরতা অভিযান এর সহযোগীতায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) ও বারাদী কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো: মাসুম রানার উপস্থাপনায় আয়োজিত সভায় প্রধান শিক্ষক মো: আ: কুদ্দুস সভাপতিত্ব করেন। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন প্রোগ্রাম ম্যানেজার কাজল রেখা।

আরো বক্তব্য রাখেন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি আইনাল হক ও ওয়াচ সদস্য ছাকন আলী। এ সময় অনুষ্ঠানে অভিভাবকগণ সহ, জন প্রতিনিধি, এস এম সি, ও ওয়াচ গ্রুপ সদস্য সহ অভিভাবকগণ উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তব্য রাখেন।

সভায় ঝরে পড়া, বাল্যবিবাহ রোধসহ ছাত্রছাত্রীদের অনিয়মিত বিদ্যালয়ে আসা দুর করতে এস.এম.সি, শিক্ষক, পিটিএ ও ওয়াচ কমিটি একসাথে কাজ করতে পৃথক কর্মসূচী গ্রহন করা।

মেহেরপুরে ১ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার

নারী নির্যাতন ও যৌতুক মামলায় ১ বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি সাজেদুর রহমান (৩৫) কে গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত সাজেদুর রহমান সদর উপজেলার রাজনগর গ্রামের ইমদাদুল হকের ছেলে।

আজ রবিবার (১০ সেপ্টেম্বর) সকালের দিকে সদর থানার এএসআই শাকিল খানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম গোপন সংবাদে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে সাজেদুর রহমানকে গ্রেফতার করেন। সিআর ৪১৫/১২ নং মামলায় সাজেদুলকে আদালতের বিজ্ঞ বিচারক ১ বছরের সাজা প্রদান করেন। সেই থেকে সে পলাতক ছিলো।

আজ রবিবার দুপুরের দিকে গ্রেফতারকৃত সাজেদুল ইসলামকে আদালতে নিলে তাকে জামিন না দিয়ে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছে আদালতের বিজ্ঞবিচারক।

মেহেরপুরে চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে চোরাচালান প্রতিরোধ জেলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার (১০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক শামীম হাসানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাড. আব্দুস সালাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কামরুল আহসান, মেহেরপুর পৌরসভার প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন, পিপি পল্লব ভট্টাচার্য, জেল সুপার মোখলেসুর রহমান, উপ-পরিচালক পরিবার পরিকল্পনা মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক শিরিন নাহার, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মুনীর, মেহেরপুর জেলা বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, মেহেরপুর জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক নীলা হাফিয়া, সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা অলোক কুমার দাস প্রমূখ।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ১৫

মেহেরপুর ও গাংনী থানা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ১৫ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ ১০ জন আসামি ও গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার হয়েছে ৫ জন আসামি।
গতকাল শনিবার (৯ সেপ্টেম্বর) দিবাগতরাতে মেহেরপুর সদর থানার সহকারি উপপরিদর্শক (এএ্সআই) শাকিল খান ও গাংনী থানা পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

মেহেরপুর সদর থানায় গ্রেফতারকৃতরা হলেন, সিআর ৪১৫/১২ নং মামলায় ১ বছরের সাজাপ্রাপ্ত রাজনগর গ্রামের ইমদাদুল হকের ছেলে সাজেদুর রহমান (৩৫), জিআর ৯৩/১৯ নং মামলার আসামি কুতুবপুর গ্রামের মহাম্মদ আলীর ছেলে সবুজ (৪০), নারী ও শিশু নির্যাতন ৯৯/১৯ নং মামলার আসামি ময়ামারি গ্রামের মিরু মালিথার ছেলে জমির উদ্দিন (৪৫), একই মামলার আসামি আব্দুল মালেকের ছেলে আরিফ হোসেন (৩০), সিআর ২৩৭/২৩ নং মামলার আসামি কোলা গ্রামের ফজলুল হকের ছেলে আল আমিন (৩২), সিআর ৩৮২/২৩ নং মামলার আসামি মেহেরপুর শহরের বাসস্ট্যান্ডপাড়ার রিফাজের ছেলে মো: খুরশিদ (৩৪), মহি উদ্দিনের স্ত্রী শাহিনা খাতুন (৫০), ছেলে ইলিয়াস হোসেন (৩০), সিআর ৮৪৪/২৩ মামলার আসামি শহরের মল্লিকপাড়া এলাকার মৃত মজিদের ছেলে মহিউদ্দীন (৫০) ও শহরের নতুনপাড়ার বাবর আলীর ছেলে ডাবলু হোসেন (৩৬)।

এছাড়া গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৫ আসামিদের মধ্যে রয়েছে সিআর ৩৮৩/২৩ নং মামলার আসামি গাঁড়াডোব গ্রামের সাহিন আলীর স্ত্রী বৃষ্টি খাতুন সিআর পারিবারিক ৪০/২০ নং মামলার আসামি বাওট গ্রামের ইয়ারুল ইসলামের ছেলে খাইরুল ইসলাম, ঝিনাইদহ কোর্টের সিআর ১৯৭/২৩ নং মামলার আসামি কুমারীডাঙ্গা গ্রামের নবিছুদ্দিনের ছেলে আনোয়ার হোসেন, জিআর ১৪৭/২৩ নং মামলার আসামি গাড়াডোব কাছারীপাড়া এলাকার নজরুল ইসলামের ছেলে সাহাবুদ্দিন
(৩৪) ও ফসল তছরুপ করার অভিযোগে গাংনী থানার ১৪(৯)২৩ মামলার আসামি বেতবাড়িয়া গ্রামের আজিজুল ইসলামের ছেলে আলাইহিম হোসেন (৪৫)।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: আব্দুর রাজ্জাক এসব গ্রেফতার অভিযানের নেতৃত্ব দেন। সংশ্লিষ্ট থানা এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

আজ রবিবার (১০ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১ টার দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতে নিলে তাদের জামিন না দিয়ে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন বিজ্ঞ বিচারক।

গাংনীর বেতবাড়িয়া গ্রামে কৃষকের দুই বিঘা জমির তুলাক্ষেত কেটে তছরুপ

গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামের সাহাবুদ্দিন ও তুজাম্মেল হক নামের দুই কৃষকের প্রায় দুই বিঘা জমির তুলা ক্ষেত কেটে তছরুপ করেছে দুর্বৃত্তরা্ । আবাদের ওপর দিয়ে মাটি বহনকারি গাড়ি যেতে না দেয়ায় তুলাক্ষেত কেটে দিয়েছে আলেহিম ও তার লোকজন এমন অভিযোগ করেন ক্ষেত মালিক। গতকার শুক্রবার(০৮ সেপ্টেম্বর) দিবাগত মধ্যরাতে এ ঘটনা ঘটে । তবে গ্রাম্য বিরোধের জের ধরে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর জন্য নিজের তুলাক্ষেত কেটে অন্যের মাথায় দোষ চাপানোর চেষ্টা করছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় আলেহিম ও তার লোকজন।

ক্ষতিগ্রস্থ তুলাক্ষেত মালিক সাহাবুদ্দিন জানান, বেতবাড়িয়া গ্রামের হাঙ্গরের মাঠে আশা মোল্লার একটি জমি কেটে ,মাটি ও বালি বিক্রির কাজ করছিলেন বেতবাড়িয়া গ্রামের আজিজুলের ছেলে আলেহিম ও মিজানুর রহমানের ছেলে আরিফ হোসেন। মাটি বহনকারি ট্রলি ওই মাঠের বিভিন্ন ফসলের জমি নষ্ট করে, মাটি বহন করায় স্থানীয় কৃষকরা ফুঁসে ওঠেন এবং ট্রলি যেতে নিষেধ করেন। এতে রাগান্মিত হয় আলেহিম ও আরিফ হোসেন। ক্ষেত মালিকদের দেখে নেয়ার হুমকি দেয় আলেহিম ও তার লোকজন। আজ শনিবার সকালে অন্যান্য কৃষকরা মোবাইলে জানায় আমাদের তুলা ক্ষেত কেটে দিয়েছে। আমরা বিষয়টি জানতে পেরে জমিতে গিয়ে দেখি আমার এক বিঘা ও আমার প্রতিবেশি তুজাম্মেলের ১৫ কাঠা জমির তুলাক্ষেত পুরোটাই কেটে দিয়েছে। এতে আমাদের কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে। বিষয়টি ভবানিপুর পুলিশ ক্যাম্পে সংবাদ দিলে ক্যম্পের এসআই মহম্মদ আলী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এবিষয়ে গাংনী থানায় একটি মামলার প্রস্ততি চলছে বলেও জানান ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক সাহাবুদ্দিন ও তুজাম্মেল হক।

স্থানীয় ইউপি সদস্য সাইদুর রহমান জানান, আলেহিম ও তার লোকজন রাতের আধারে বালি ও মাটি কেটে ইট ভাটায় বিক্রি করছেন। এতে স্থানী কুষকদের আবাদ নষ্ট হচ্ছে। কৃষকরা তা প্রতিহত করলে আলেহিম ও তার লাকজন দুই কৃষকের তুলাক্ষেত কেটে তছরুপ করেছে। এঘটনায় তিব্র নিন্দাসহ দোষীদের শাস্তির দাবী জানান তিনি।

এবিষয়ে আলেহিম জানান, আমার সাথে সাইদুর মেম্বারের রাজনেতিক প্রতিদ্বন্দিতা রয়েছে। তার প্রতিপক্ষ হয়ে আমি নির্বাচন করে ৭৮ ভোটে ফেল করি। সেই থেকে সাইদুর মেম্বার আমাকে নানা ভাবে হয়রনি করার চেষ্টা করে আসছে। কৃষকদেরকে দিয়ে তাদের আবাদ নষ্ট করে আমাকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসাতে চাইছে। তবে সঠিক তদন্ত করার দাবী জানান তিনি। আরিফ হোসেন বলেন, আমি স্কেবিটর নিয়ে যাওয়ার জন্য রাস্তা পাচ্ছিলামনা আলেহিমকে বিষয়টি জানানো হলে তিনি আমার গাড়ি যাওয়ার জন্য রাস্তা চাই। তারা রাস্তা না দিলে আমি সেখান থেকে মাটি কাটা শুরু হওয়ার আগেই গাড়ি সরিয়ে নিয়ে আসি। আমাদের নামে মিথ্যা বদনাম দিচ্ছে সাইদুর মেম্বার ও তার লোকজন।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, ক্ষেত নষ্ট করার বিষয়ে জানতে পেরে সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। লিখিত অভিঙেযাগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থঅ নেয়া হবে।

মেহেরপুরে সবজি কেজিতে পাইকারি থেকে খুচরার ব্যবধান ২৫ টাকা

সবজি ভান্ডারখ্যাত মেহেরপুরের বাজারে সবজির দামে এখন আগুন। মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন হাটবাজারে নিম্ন মধ্যবিত্ত ও নিম্ন শ্রেণীর মানুষদের সবজি ক্রয় করে খাওয়া এখন দুস্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবে সবজির খুচরা বাজারে আগুন থাকলেও উৎপাদিত সবজির দাম পাচ্ছে না কৃষকরা। পাইকারি থেকে খুচরা বাজারে সবজির দামের পার্থক্য কেজিতে ২৫ থেকে ৩০ টাকা।

মেহেরপুর জেলার সবজি জেলার চাহিদা মিটিয়ে দেশের বিভিন্ন জেলায় যায়। আবহাওয়া এবং মাটির গুণাগুণের কারণে প্রায় সব ধরনের সবজি এই এলাকায় আবাদ হয়। কিন্তু উৎপাদিত সবজির সঠিক দাম না পেয়ে হতাশ এখানকার কৃষকরা। তবে পাইকারি বাজার থেকে মাত্র ৪/৫ কিলোমিটার দূরের মেহেরপুরের খুচরা বাজারে সবজির দামের পার্থক্য দেখা যায় কেজিতে ২৫ থেকে ৩০ টাকা করে। উৎপাদন করে ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না

কৃষকরা।

গতকাল শুক্রবার গাংনী উপজেলার বামন্দী বাজারে সবজি বিক্রয় দামের আগুন লেগেছে, টমেটো প্রতি কেজি ১২০ টাকা, বেগুন প্রতি কেজি ৮০ টাকা, পালং শাক প্রতি কেজি ৮০টাকা, মুলা প্রতি কেজি ৫০ টাকা, গোল আলু প্রতি কেজি ৪৫ টাকা, কাঁচা কলা প্রতি কেজি ৫০ টাকা, লাল শাক ৩ আটি ২০ টাকা. পুই শাক প্রতি কেজি ২০ টাকা, করল্লা প্রতি কেজি ৮০ টাকা, মাটির তলের আলু প্রতি কেজি ১২০ টাকা, বরবটি ৬০ টাকা, পেপে প্রতি কেজি ৪০ টাকা, শিম প্রতি কেজি ১৫০ টাকা, কাঁচা মরিচ প্রতি কেজি ১৬০ টাকা, পেয়াজ প্রতি কেজি ৯০ টাকা, রসুন প্রতি কেজি ২৮০ টাকা, মিষ্টি কুমড়া প্রতি কেজি ৪০ টাকা, কুমড়ার জালি ১ পিচ ৩০ টাকা, ঢেঁড়স প্রতি কেজি ৪০ টাকা, উস্তি প্রতি কেজি ৮০ টাকা, পটল প্রতি কেজি ৪০ টাকা, আদা প্রতি কেজি ৪০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। শুধু সবজি বাজার নয়, মাছের বাজারেও দাম চড়া। এখন ইলিশের ভরা মৌসুম চলছে। তারপরেও ইলিশ কিনে খাওয়ার সামর্থ নিম্ন আয়ের মানুষদের দুঃস্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে। জাটকা ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ৪ শ থেকে ৫ শ টাকা কেজি দরে। এছাড়া আধা কেজি ওজনের ইলিশ মাছ ৭ শ থেকে ৮ শ ও ১ কেজি ওজনের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ১ হাজার থেকে ১২ শ টাকা কেজি দরে। বড় সাইজের রুই মাছ বিক্রি হচ্ছে ৩ শ থেকে সাড়ে তিনশ টাকা কেজি দরে। ছোট পোনা বিক্রি হচ্ছে ২শ টাকা কেজি দরে। ছোট সাইজের পাঙ্গাস এবং সিলভার মাছ বিক্রি ১৭০ থেকে ১৮০ টাকা কেজি দরে। বড় সাইজের সিলভার বিক্রি হচ্ছে ২৫০ থেকে ২৭০ টাকা কেজি দরে। অন্যান্য মাছের দামও আকাশ চুম্বি দাম।

গাংনী উপজেলা শহরের আরজ আলী বলেন, বাংলাদেশের ৬০, ভাগ সবজি মেহেরপুর জেলায় উৎপাদন হয় সেইখানে সবজির যদি এত দাম হয় তাহলে সাধারণ মানুষ কিভাবে জীবন যাপন করবে?

ছাতিয়ান গ্রামের মামলত হোসেন বলেন, আমাদের জেলাতে প্রচুর পরিমাণ সবজি উৎপাদন হয়ে থাকে। সেই জেলার মানুষ যদি এতো দাম দিয়ে সবজি কিনে খেতে হয়, তাহলে কিভাবে হবে। তিনি আরও বলেন, ৩শ টাকা নিয়ে সবজি বাজার করতে এসেছি। কয়েকটি সবজি কিনে টাকা ফুরিয়ে গেছে। এখন কিভাবে বাজার করবো।

বাওট গ্রামের দিন মজুর রফিকুল ইসলাম বলেন, মুনিস খেটে ৫শ টাকা পেয়েছি। এই টাকা দিয়ে বাজার করবো কিভাবে। সবজি বাজারে গেলেই টাকা ফুরিয়ে যাবে। অন্যান্য বাজার করবো কিভাবে।

এদিকে সবজি ব্যবসায়ী জিয়ারুল ইসলাম বলেন, আমাদের কিছুই করার নেই। আমরা আড়তে যেভাবে কিনছি সেভাবেই বিক্রি করছি। আমাদেরও তো লাভ থাকতে হবে। এখন আড়তে দাম বেশি। তাই আমরাও বেশি দামে সবজি বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছি। আরেক ব্যবসায়ী আসাদুজ্জামান বলেন, আড়তদারদের ধরলেই ভাল হবে। কারন, দাম ওখান থেকেই বেশি হচ্ছে।

সাহারবাটি গ্রামের সবজি চাষী ইয়ানুর রহমান ও মহিবুল ইসলাম বলেন, আমরা সবজি আড়তে নিয়ে গেলেই দাম পাচ্ছিনে। অথচ, একই সবজি হাটে গিয়ে দাম ৪/৫ গুন বেশি দরে বিক্রি হচ্ছে। বাজার মনিটারিং না থাকার কারনে এভাবে উচ্চমুল্যে সবজি বিক্রি হচ্ছে বলে জানান তারা।

সবজির বাজারে এই উচ্চ মুল্য নিয়ন্ত্রণ করতে স্থানীয় প্রশাসনের বাজার মনিটরিং করা খুব জরুরি বলে মনে করেন ক্রেতারা।
গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু বলেন, অতিদ্রুতই বাজার মনিটারিং করা হবে। বাজার মনিটারিং এর সময় অসলগ্ন কিছু পেলে তাদের আইনের আওতায় আনা হবে।

মেহেরপুরে জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের ৪৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

আলোচনা সভা ও সমাবেশের মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে।

আজ শনিবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১ টায় মেহেরপুর জেলা মহিলা দলের আয়োজনে জেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের ৪৫ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে দলীয় ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনসহ সমাবেশ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন, জেলা মহিলা দলের সভাপতি সাইয়্যেদাতুন নেসা নয়ন এর সভাপতিত্বে এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন

জেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদিকা লায়লা আরজুবান বানু, সিনিয়র সহ-সভাপতি পলি খাতুন বেদানা, সহ-সভাপতি সাবিয়া আক্তার সহ জেলা মহিলা দলের নেতৃবৃন্দরা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাসুদ অরুণ বলেন, ‘প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অঙ্গীকার, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার। এই সরকারের অধীনে আর কোন নির্বাচন নয়। গায়েবী মামলা, হামলা করে আমাদের দমানো যাবে না।’